দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

36

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

তিরাশি ভাগ ছাত্রছাত্রী হলে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১১ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের আবাসিক সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আবাসিক হলে থাকার সুযোগ পায় মাত্র ৩৬ দশমিক ৬৬ ভাগ ছাত্রছাত্রী। বাকি প্রায় ৮৩ ভাগ ছাত্রছাত্রী আবাসিক হলে থাকার সুযোগ না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হতে বাসে বাদুরঝোলা অবস্থায় এসে ক্লাস করে। ছাত্রীদের জন্য এ সমস্যা খুবই মারাত্মক। ২ শ' আসনবিশিষ্ট ছাত্রী হলের নির্মাণকাজ এখনও শেষ হয়নি। আপতত শিক্ষকদের একটা কোয়ার্টার ছাত্রীদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবু সমস্যা কাটেনি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ৪শ' ছাত্রীর মধ্যে আবাসিক সুবিধা আছে মাত্র ৭০ জন ছাত্রীর। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আবাসিক হলে থাকার সুযোগ পায় প্রায় ৬ দশমিক ৬৬ ভাগ। অর্থাৎ প্রতি সেশনে ভর্তিকৃত ৭২০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে থাকার সুযোগ পায় মাত্র ৪৮ জন ছাত্র। সেশনজটের কারণে পূর্বের ব্যাচের ছাত্র বের না হওয়ার কারণে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য হারে আবাসিক হলে থাকতে পারছে না। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯০-৯৫) আবাসিক হল নির্মাণে বাজেট ছিল মাত্র আড়াই কোটি টাকা যা দ্বারা ২শ' ছাত্রের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জিয়াউর রহমান হলের ৬০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টাকার অভাবে বাকি অংশের কাজ পড়ে আছে। কাজটা পূর্ণাঙ্গ হলে সেখানে অতিরিক্ত ১৫০ জন ছাত্র থাকতে পারবে। সদ্দাম হোসেন হলে আবাসিক সুবিধা আছে ৪শ' ছাত্রের; কিন্তু প্রতিবছর প্রথম বর্ষের ৫শ' ছাত্রকে এ্যাটাচমেন্ট (অন্তর্ভুক্তি) দেয়া হয়; অথচ 'প্রথম বর্ষ হতে সিট' (আসন) দেয়া হয় মাত্র ৩৬ জনকে। ১৬X১২ ফিট কক্ষে যেখানে দু'টি সিট (আসন) দিলে পড়ার পরিবেশ থাকে সেখানে ৪টি করে সিট বসানো হয়েছে।

সাদ্দাম হলে মসজিদ না থাকায় হল পাঠকক্ষকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ পর্যন্ত হল লাইব্রেরি তৈরি হয়নি। হল প্রবেশ দ্বারের করিডোরে দাঁড়িয়ে ছাত্ররা দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়ে থাকে। ইনডোর গেমস্-এর জন্য হলে কোন কমনরুম নেই। জায়গার অভাবহেতু কর্তৃপক্ষ ছাত্রদেরকে বঞ্চিত রেখেছে বিভিন্নমুখী সুবিধা থেকে। নতুন হল নির্মাণের এখনও কোন পরিকল্পনা নেই এবং প্রয়োজনীয় অর্থও নেই। আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১ হাজার আসনবিশিষ্ট ২টি হল নির্মাণের মত অর্থবরাদ্দ না রাখলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সংকটের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমেও বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে। আগামী '৯৫-৯৬ সেশনে বিজ্ঞান অনুষদের ৩টি বিভাগ খুললে উক্ত বিভাগে ভর্তিকৃত ছাত্রদের জন্য আবাসিক সুবিধা দিতেই হবে, নতুবা বিজ্ঞান অনুষদের স্বাভাবিক কার্যক্রমও পূর্ণাঙ্গ হবে না।